কালের কণ্ঠ

তারিখ 14 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

কোচিংয়ের পেটে স্কুল

শরীফুল আলম সুমন ও রাজীব আহমেদ ▷

বাসা থেকে বের হতে হয় সকাল সাড়ে ৭টায়। ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চারজন শিক্ষকের কাছে এক ঘণ্টা করে প্রাইভেট পড়া। এরপর সাড়ে ১২টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্কুলে ক্লাস। বিকেল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত আরেক শিক্ষকের কাছে এক ঘণ্টা প্রাইভেট পড়া। বাসায় যাওয়ার পর রাত ৯টায় আরেক শিক্ষক এসে ঘণ্টা দেড়েক পড়িয়ে যান।

স্কুলের মাসিক ফি ১২০০ টাকা আর কোচিং-প্রাইভেট পড়ায় খরচ ১৭৫০০ টাকা

দেশের অন্যতম সেরা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দশম শ্রেণির দিবা শাখার বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষার্থীর দিনলিপি এটি। এক দিনে স্কুলের ক্লাসে তাকে ব্যয় করতে হয় মোট চার ঘণ্টা। আর স্কুলের শিক্ষকদের কাছেই প্রাইভেট পড়তে ব্যয় করতে হয় সাড়ে ছয় ঘণ্টা। ওই শিক্ষার্থীর স্কুলে ফি মাসে এক হাজার ২০০ টাকা। আর প্রাইভেট টিউশনের পেছনে তার পরিবারের মাসে ব্যয় করতে হয় সাড়ে ১৭ হাজার টাকা। এমন অনেক শিক্ষার্থীর খোঁজ পাওয়া গেছে, যারা স্কুলের বাইরে প্রাইভেট শিক্ষকের পাশাপাশি পড়ছে কোচিং সেন্টারেও।

এ চিত্র ঢাকার নামিদামি সব স্কুলেরই। রাজধানীর পাশাপাশি এ প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছে বিভাগ, জেলা-উপজেলার স্কুলেও। গ্রামেও এখন জমে উঠেছে প্রাইভেট টিউশন আর কোচিং বাণিজ্য। তবে বিভাগীয় শহরগুলোর নামি স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্কুলের চেয়ে বাসায় প্রাইভেট ও কোচিংয়ে সময় দিচ্ছে অনেক বেশি। তারা শুধু স্কুলে যাওয়া-আসা করে আর পরীক্ষা দেয়। মূল পড়াশোনা হচ্ছে প্রাইভেট আর কোচিংয়ে। যে শিক্ষকদের ক্লাসেই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়ার কথা, তাঁরা সেই যত্ন নিচ্ছেন ব্যাচে কোচিং করিয়ে। আরো বেশি যত্ন মেলে শিক্ষকদের টাকার বিনিময়ে বাসায় ডেকে আনলে। আর কোচিং বাণিজ্য করে মাসে লাখ টাকা আয়ের শিক্ষক ঢাকায় হাজার হাজার আছেন।

এই যদি হয় ঢাকার নামি স্কুলগুলোর অবস্থা, তাহলে প্রশ্ন ওঠে—স্কুলের আসলে প্রয়োজন কী? স্কুল কি শুধু পরীক্ষা নেওয়া আর

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৪

কোচিংয়ের পেটে স্কুল

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার জন্য? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিক্ষাবিদ ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম কণ্ঠকে বলেন, 'আমার তো মনে হয়, কোচিংগুলো আমাদের মূল ব্যবস্থা; স্কুলগুলো বোধহয় এখন ভূমিকা পালন করছে—এ রকম একটা অবস্থায় আম যাচ্ছি। এটা অত্যন্ত বেদনার বিষয় যে যেখানে স্কুলগু সব শিক্ষা দেওয়ার কথা, সেখানে স্কুলগুলোতে যেন প্রস্তুতি হচ্ছে। আর শেষটাসহ বাকি সব কিছু হচ্ছে সেন্টারে।'

দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিকুলাম প্রণেতাদের শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ কণ্ঠকে বলেন, 'স্কুলের চেয়ে কোচিং বা প্রাইভেট টি ভূমিকাই বড় রূপ ধারণ করছে। এর পেছনে মূলত দুটি রয়েছে। একটি হচ্ছে—আমাদের স্কুলগুলোতে, শি ঠিকমতো পড়ান না এবং প্রাইভেট পড়ার জন্য শিক্ষা ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। আর দ্বিতীয় ক হলো—অভিভাবকরাও মনে করছেন প্রাইভেট না পড়ালে ভালো ফল করবে না।'

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশের গড়পড়তা প্রায় সব একটি কক্ষে কমপক্ষে ৫০ জন থেকে শুরু করে ৭০ জন শিক্ষার্থীর একসঙ্গে ক্লাস হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষ কাজ শুধু পড়া দেওয়া এবং দু-চারজনকে তা ধরা। বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলা, দুর্বলদের বাড়তি নেওয়া, কঠিন বিষয়ে বেশি সময় দেওয়ার রীতি কোনো স্ব নেই। ধর্ম হোক আর অঙ্ক হোক—ক্লাসের সময় ৪৫ মি ওই সময়ের মধ্যে খুব সামান্য অংশ শিক্ষার্থীদের বো ব্যয় করেন শিক্ষক। বোর্ডে দু-একটি অঙ্ক করে দেখ রিডিং পড়া ও বাড়ির কাজ দেখায় সময় চলে যায়। পড়লেই ক্লাস ছাড়েন শিক্ষক। পরীক্ষার আগে বাড়তি য নামে স্কুলেই কোচিংয়ের ফাঁদ পেতে বসেন তাঁরা।

দেশের প্রায় ৬৬ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাজার কিন্ডারগার্টেন ও ২৪ হাজারের বেশি মাধ্য বিদ্যালয়ে প্রায় একই চিত্র। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অব মাধ্যমিকের চেয়ে উন্নত নয়। পাঠক্রমে পরিবর্তন এসে বইয়ে পরিবর্তন এসেছে—কিন্তু স্কুলে পড়ানোর ধরন ও কোচিং বাণিজ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এমন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নানা কৌশলে শিক্ষার্থীদের প্রাইভে পড়তে বাধ্য করেন বলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। বহু স্কু কোনো শিক্ষার্থী ওই স্কুলের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়লে তাকে ফেল করিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। আর পড়ে পরীক্ষার প্রশ্ন পাওয়া, বেশি নম্বর পাওয়াসহ অনেক সুবি আছে।

ঢাকার অন্যতম সেরা একটি স্কুলের এক শিক্ষার্থী অভিভাবক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, উত্তরার ৪ ৬ নম্বর সেক্টরে স্কুলের শিক্ষকদের বাড়িভাড়া করা আছে যাতে শিক্ষা প্রশাসনের কেউ শিক্ষকদের ধরতে না পারেন, জন্য নিজের বাসায় প্রাইভেট পড়ানো বা কোচিং করান তাঁরা। উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের ২ নম্বর রোডের আলফ ভবনের প্রায় পুরোটায়ই চলে কোচিং ও প্রাইভেট পড়ানো কাজ। রুমে রুমে রয়েছে চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ। শিক্ষকর তাঁদের শিডিউল করা সময় অনুযায়ী ওই ভবনে এসে কোচিং করিয়ে যান।

একটি স্কুলও পাওয়া যাবে না, যেখানে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট বা কোচিংয়ে নিরুৎসাহ করছেন। ঢাকার রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ—সব কটির এক অবস্থা।

তবে একেবারেই যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। ফার্মগেটের মনিপুরীপাড়ায় বাচা (বাংলাদেশ অল্টারনেটিভ কোর্স ফর হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট) ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কোচিং একেবারেই নিষিদ্ধ। কোনো শিক্ষার্থী প্রাইভেট পড়ছে—এ খবর পেলে কর্তৃপক্ষ তাদের স্কুল থেকে বের করে দেয়। চলতি বছরের শুরুতে ও-লেভেলের প্রায় আট শিক্ষার্থীকে কোচিংয়ে যাওয়ার কারণে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা জানায়, স্কুলের প্রিন্সিপাল বলেছেন, ও-লেভেলে একজন শিক্ষার্থী না থাকলেও যারা কোচিং করবে, তাদের রাখা হবে না। প্রয়োজনে ও-লেভেল বন্ধ করে দেওয়া হবে। তবে ওই স্কুলটি আর দশটি সাধারণ স্কুলের মতো নয়। সেটি একটি মিশনারি স্কুল। সেখানে প্রতিটি সেকশনে ২৫ জন করে শিক্ষার্থী থাকে। এক ক্লাসে ওই ২৫ জনকেই পড়ান শিক্ষক। শিক্ষার্থীর যত যত্ন প্রয়োজন তা শিক্ষকই করেন। কেউ কোনো বিষয়ে দুর্বল থাকলে তাকে বাসায় গিয়ে টাকার বিনিময়ে না পড়িয়ে শিক্ষকরা ক্লাসে অথবা আলাদাভাবে ক্লাসের বাইরে তাকে পড়া বুঝিয়ে দেন। ওই স্কুলের একজন শিক্ষার্থী কালের কণ্ঠকে বলে, কেউ যদি এক প্রশ্ন শতবার করে, তবু শিক্ষকরা বিরক্ত হন না। যত সময় প্রয়োজন তত সময় ধরে তাকে